বাংলা নামমণ্ডলের আন্তর্গঠন

Abstract*: In this article, we show, following the Minimalist approach, how features like definiteness and specificity are checked either through Probe-Goal or through overt movement to different projections situated in the left periphery of Noun Phrase complex (NPC) constituated of, as we suggest, the NP itself and the traditonal DP split into four different projections: Deixis Phrase, Determiner Phrase, Classifier Phrase and Quantifier Phrase. At the end of this article we point out some of the limitations of this approach and show how they can be handled in the Substantivist or similar approaches.*

Key words: Definiteness, Specificity, Deixis, Classifier, Quantifier, Substantive

বাংলা নামমঁলের আন্ড়র্গঠন

বাংলা নামবর্গের আন্ড়র্গঠন নিয়ে যে আলোচনা গত পঁচিশ বছর ধরে চলছে তার সূত্রপাত হয়েছিল দাশগুপ্ত (১৯৮৩) প্রবন্ধে। এর পরে এ আলোচনায় যুক্ত হয়েছে ভট্টাচার্য (১৯৯৯ a-b), ঘোষ (২০০২), দাশগুপ্ত ও ঘোষ (২০০৭) এবং ভট্টাচার্য্য (২০০৮)। এই গবেষণা কর্মগুলোর আলোকে বর্তমান প্রবন্ধে বাংলা নামমঁলের আন্ড়র্গঠন নিয়ে আলোচনা করা হবে। কাকে আমরা বলছি **নামমঁল?** Abney (1987) থেকে ধরে নেয়া হচ্ছে যে নামবর্গ একটি বৃহত্তর বর্গের অন্ড়র্ভূক্ত যার নাম **নির্দেশক বর্গ** (Determiner Phrase বা DP)। পরবর্তীকালে বিভিন্ন ভাষার উপাত্তের পরিপেক্ষিতে নির্দেশক বর্গ আর নামবর্গের বামদিকে আরও অনেক বর্গের প্রস্ড়াব করা হয়েছে। ধরে নেয়া যেতে পারে যে এই সবগুলো বর্গ মিলিয়ে সৃষ্টি হয় একটি **নামমঁল** (Noun Phrase Complex বা NPC) যার কেন্দ্র হচ্ছে নামবর্গ। একই ভাবে ক্রিয়াবর্গকে ঘিরে থাকা একাধিক ক্রিয়াবিশেষণবর্গ (Adverbial Phrase), প্রকারবর্গ (Aspectual Phrase), তিঙবর্গ (Inflexional Phrase), ইত্যাদি মিলে সৃষ্টি হতে পারে **ক্রিয়ামঁল** (Verb Phrase complex বা VPC)।

বর্তমান প্রবন্ধটি দু'টি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে আমরা দেখাবো, নামমঁলের নির্দিষ্টতা, অনির্দিষ্টতা বা বিশিষ্টতা ইত্যাদি বৈন্যাসিক স্বলক্ষণ (Syntactic feature) বলতে আমরা ঠিক কি বোঝাচ্ছি। দ্বিতীয় অংশে সঞ্জননী ব্যাকরণ ধারার **পরিমিত প্রকল্প** (Minimalist Program) (Chomsky 1995) অনুসরণ করে আমরা দেখাবো, কিভাবে নামমঁলের অভ্যন্ড়রে এসব স্বলক্ষণ নিরীক্ষিত (Checked) হতে পারে। প্রবন্ধের শেষে বাংলা নামবর্গমঁলের এমন কিছু উপাত্ত আমরা তুলে ধরবো যেগুলো পরিমিত প্রকল্পের আলোকে ব্যাখ্যা করা সহজ নয়। আমরা দেখাবো কিভাবে এই উপাত্তগুলো ব্যাকরণের **কায়াবাদী** মডেল (Substantivist model) (দ্রষ্টব্যঃ দাশগুপ্ত প্রমূখ ২০০০ এবং দাশগুপ্ত ও ঘোষ ২০০৭) বা অনুরূপ অন্য কোন মডেলের (দ্রষ্টব্যঃ ভট্টাচার্য্য ২০০৮) আলোকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

১. নির্দিষ্টতা, অনির্দিষ্টতা ও বিশিষ্টতা

বেশীর ভাগ ভাষায় নামবর্গ হতে পারে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট। নির্দিষ্টতা বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি? নামবর্গের নির্দেশিত যদি বক্তা ও শ্রোতা এই উভয়ের পরিচিত হয় তবেই নামবর্গটি নির্দিষ্ট হয়। এই পরিচিতি (Familiarity) আমাদের মতে তিন রকম হতে পারেঃ **প্রদর্শিত** (Deictic), **পূর্বানুমানমূলক** (Presuppositional) ও **আনাফোরিক** (Anaphoric)। যদি কোন নামবর্গের **নির্দেশিত** (Referent) কে স্থান-কালের এমন একটি বিন্দুতে সীমাবদ্ধ করা যায় যেটি বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের পরিচিত তবে সেই নামবর্গটি প্রদর্শিত নির্দিষ্টতার অধিকারী হয়। যেমন ধরঁন, আপনি বললেন, 'বইটা দাও' আর সাথে সাথে তর্জনী দিয়ে দেখালেন (☞) ঠিক কোন বইটা আপনি বোঝাচ্ছেন। এক্ষেত্রে নামবর্গ 'বই' প্রদর্শিত নির্দিষ্টতার অধিকারী হলো।

পূর্বানুমানমূলক নির্দিষ্টতা ৩ রকম হতে পারেঃ **অনন্য** (Monadic), **সম্পর্কিত** (Relational), **বাস্ড়বধর্মী** (Pragmatic)। যে সব নামবর্গের নির্দেশিত (বস্তু) একটি বই দ্বিতীয়টি নেই – যেমন 'চাঁদ', 'কর্ণফুলী নদী' বা 'দৈনিক ইত্তেফাক' বা কোন প্রতিষ্ঠানের

পরিচালকের অফিস – সে সব নামবর্গ নিজে থেকেই নির্দিষ্ট। এ ধরনের নামবর্গ অনন্য নির্দিষ্টতার অধিকারী। যেসব নামবর্গের নির্দেশিত আগে থেকেই নির্দিষ্ট একটি নামবর্গের নির্দেশিতের সাথে স্থান, কাল বা অন্য কোন ভাবে সম্পর্কিত থাকে সে নামবর্গগুলো সম্পর্কিত নির্দিষ্টতার অধিকারী। যেমন ধরুন, 'সংসদভবনের পিছনের রাস্তাটা', 'কার্জন হলের সামনের বাগান' বা 'পরিচালকের অফিস'। এ নামবর্গগুলোতে 'রাস্তা' ও 'বাগান' নির্দিষ্ট, কারণ 'সংসদ ভবন' ও 'কার্জন হল' অনন্য নির্দিষ্টতার অধিকারী। সংসদ ভবন আর (কোন প্রতিষ্ঠানে) পরিচালকের অফিস যে একটিই আছে এ ব্যাপারে বক্তা আর শ্রোতার মনে কোন সন্দেহ নেই এবং সেগুলো ঠিক কোথায় আছে সে সম্পর্কেও বক্তা ও শ্রোতাসহ পৃথিবীর অন্য অনেকেই ওয়াকেবহাল। ব্যক্তিনামগুলোরও (যেমন, জয়নাল, মুনির, শান্তা ইত্যাদি) বাস্তবধর্মী নির্দিষ্টতা থাকে কারণ এই বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি যে কোনওভাবে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই পরিচিত।

এবার Enç (1991), Campbell (1996) এবং ভট্টাচার্য্য (২০০৭) এর আলোকে আমরা আনাফোরিক নির্দিষ্টতা নিয়ে আলোচনা করবো। নিচের উদাহরণগুলো লক্ষ্য করুন:

১. কয়েকটি ছাত্রী $(_{i, j})$ পরিচালকের অফিস $(_{k, l})$ এর পাশের শ্রেণীকক্ষে $(_{m, n})$ লুকোচুরি খেলছে।

২. মৃত্তিকা $(_{p})$ এদের $(_{i, j})$ মধ্যে দু'জনকে $(_{q, j})$ চেনে।

৩. মৃন্ময়ী $(_{s})$ এদের $(_{i,j})$ মধ্যে লম্বা দু'জনকে $(_{t, j})$ চেনে।

৪. শিক্ষকেরা $(_{w})$ এদের $(_{i, j})$ সবাইকে $(_{i, j})$ চেনেন।

আমরা ধরে নিচ্ছি, কয়েকটি বাক্য মিলিত হয়ে সৃষ্টি হয় একটি বৃহত্তর ভাষিক বস্তু যার নাম দেওয়া যেতে পারে: **রচনা** (Text)। রচনাকে যদি আমরা একটি নদীর সাথে তুলনা করি তবে এর একটি **উজান** অংশ (Unstream discourse) ও একটি **ভাটি** অংশ (Downstream discourse) থাকবে। রচনার ভাটিতে ও উজানে এমন দু'টি নামবর্গ যদি থাকে যাদের নির্দেশিত একই তবে উজানের নামবর্গটি হবে ভাটির নামবর্গটির 'পূর্বগামী' (Anecedent) আর ভাটির নামবর্গটি হবে উজানের নামবর্গটির 'পরগামী' (Postcedent)। বলা বাহুল্য, অগ্রগামী ও পরগামীর মধ্যে সম্পর্কটি একান্তই অর্থগত। এই অর্থগত সম্পর্ক প্রকাশ করা যেতে পারে সূচকের মাধ্যমে $(_{i, j}$ ইত্যাদি)। ১-৪ উদাহরণগুলোতে আমরা দেখছি যে প্রতিটি নাম (এবং সর্বনাম) বর্গের একাধিক সূচক আছে। পূর্বগামী ও পরগামী নামবর্গের মধ্যে অন্তত পক্ষে একটি সূচকের মিল থাকবে অর্থাৎ তাদের একটি সাধারণ (Common) সূচক থাকবে। উদাহরণস্বরূপ, ২নং বাক্যের নামবর্গ 'দু'জন' এর পূর্বগামী হচ্ছে ১নং বাক্যের নামবর্গ 'কয়েকটি ছাত্রী'। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে 'কয়েকটি ছাত্রী' এবং 'দু'জন' এর একটি সাধারণ সূচক রয়েছে $(_{j})$। 'দু'জন' এবং 'কয়েকটি ছাত্রী' – এই দু'টি নামবর্গের নির্দেশিত এক নয়, তবে 'দু'জন' এর নির্দেশিত 'কয়েকটি ছাত্রী''র নির্দেশিতের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ 'কয়েকটি ছাত্রী' বলতে যাদের নির্দেশ করছি আমরা তাদের মধ্যে ঐ 'দু'জন' বলতে যে ছাত্রীদের প্রতি নির্দেশ করছি তারাও রয়েছে।

৪নং বাক্যের নামবর্গ 'সবাই' আর এর অগ্রগামী ১নং বাক্যের নামবর্গ 'কয়েকটি ছাত্রী''র সূচক একই কারণ, 'সবাই' এর নির্দেশিত আর 'কয়েকটি ছাত্রী'' এর নির্দেশিত একই। একই কথা বলা যায় ২, ৩ ও ৪ নং বাক্যের নামবর্গ 'এদের' সম্পর্কে। যদি কোন পরগামী আর তার পূর্বগামীর সূচক একই হয় তবে আমরা বলতে পারি যে পরগামী নামবর্গ পূর্বগামী নামবর্গকে সম্পূর্ণভাবে **প্রতিস্থাপিত** করছে (Complete Substitution)। পূর্বগামীকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপিত করে যে নামবর্গ সেই নামবর্গটির নির্দিষ্টতা আছে বলে ধরে নিতে হবে। যদি কোন নামবর্গের কোন পূর্বগামী না থাকে (অর্থাৎ কারও সঙ্গেই যদি তার সূচকের মিল না থাকে) তবে নামবর্গটির আনাফোরিক নির্দিষ্টতা থাকবে না। অন্য কোন প্রকার নির্দিষ্টতা যদি না থাকে সেই নামবর্গের তবে নামবর্গটি অনির্দিষ্ট হবে। ৪নং বাক্যে 'শিক্ষকেরা' অনির্দিষ্ট কারণ এই নামবর্গটির সূচকের সাথে অন্য কোন নামবর্গের সূচকের মিল নেই এবং নামবর্গটি অন্য কোন রকম (যেমন, প্রদর্শিত, সম্পর্কিত বা বাস্ড়বধর্মী) নির্দিষ্টতার অধিকারী নয়। ১নং বাক্যের 'শ্রেণীকক্ষ' সম্পর্কিত নির্দিষ্টতার অধিকারী হতে পারে কারণ কোন স্কুলে পরিচালকের অফিস একটিই থাকে বলে নামবর্গ পরিচালকের অফিস অনন্য নির্দিষ্টতার অধিকারী হয়। আমরা আগে বলেছি, অনন্য নির্দিষ্টতার অধিকারী কোন নামবর্গের সাথে সম্পর্কিত হবার কারণে কোন নামবর্গ নির্দিষ্টতার অধিকারী হতে পারে।

যদি কোন নামবর্গ তার পূর্বগামীকে আংশিকভাবে প্রতিস্থাপিত করে তবে সেই নামবর্গটি 'বিশিষ্টতা' (Specificity) অর্জন করে। অনির্দিষ্ট নামবর্গ বিশিষ্ট (Specific) হতে পারে আবার অ-বিশিষ্টও (Non-Specific) হতে পারে। যদি পরগামী নামবর্গ পূর্বগামীর বিশেষ একটি উপশ্রেণীকে প্রতিস্থাপিত করে তবে পরগামী নামবর্গটি বিশিষ্ট অনির্দিষ্টতার (Specific Indefiniteness) অধিকারী হয়। ৩নং বাক্যের নামবর্গ 'লম্বা দু'জন' বিশিষ্ট অনির্দিষ্টতার অধিকারী। ছাত্রীদের মধ্যে দু'জনই মাত্র লম্বা আছে এবং নামবর্গ 'লম্বা দু'জন' এর পূর্বগামী 'কয়েকটি ছাত্রী' $(_{i,\ j})$'র এই বিশেষ উপশ্রেণীটিকে প্রতিস্থাপিত করছে। অন্যদিকে ২নং উদাহরণের 'দু'জন' অ-বিশিষ্ট অনির্দিষ্টতার অধিকারী কারণ নামবর্গটি এর পূর্বগামীর বিশেষ কোন উপশ্রেণীকে প্রতিস্থাপিত করছে না। এই 'দু'জন' যে কোন দু'জন ছাত্রী হতে পারে।

২. নামবর্গমূলের আন্দর্গঠন ও নামবর্গের বিভিন্ন স্বলক্ষণ

বাংলা-অসমিয়া-উড়িয়া ভাষার নামবর্গে এমন এক ধরনের উপাদান ব্যবহৃত হয় যা অন্য ইন্দো-আর্য ভাষায় বিরল। এই উপাদানগুলো হচ্ছে: টি-টা-খানা-খানি। এই উপাদানগুলোর সাধারণ নাম Classifier যার বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে 'বিভাজক'। এই উপাদানগুলোকে 'বিভাজক' বলা হয় কারণ এগুলো নামশব্দকে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভাজিত করে। এক এক শ্রেণীর নামশব্দের সাথে এক এক বিভাজক ব্যবহৃত হয়। বাংলায় সব বিভাজক সব নামশিরের সাথে যুক্ত হতে পারে না। যেমন, 'তিনটি মন্ত্রী' বলা যায় না, 'তিনজন মন্ত্রী' বলতে হয়। আবার 'তিন জন চোর' না বলে 'তিনটা চোর' বললে ভালো শোনায়। চীনা-জাপানি-বর্মি-তিব্বতি ইত্যাদি আরও অনেক ভাষাতেই এ ধরনের উপাদান যুক্ত হয় নামবর্গে।

বাংলায় টি-টা-খানা নামমূলের নির্দিষ্টতা (Definiteness) দ্যোতিত করতে পারে। আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে ৫নং উদাহরণের নামবর্গটি (বা নামবর্গমূল) অনির্দিষ্ট কিন্তু ৬ ও ৭নং উদাহরণের নামবর্গগুলো নির্দিষ্ট কারণ এই উদাহরণগুলোতে নামশিরের সাথে যথাক্রমে 'টা' আর 'খানা' যুক্ত রয়েছে। আবার টি-টা-খানা যুক্ত হলেই যে নামবর্গটি নির্দিষ্ট হয়ে যাবে এমন নয়।

অনির্দিষ্ট নামবর্গেও এদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেতে পারে। ৮ ও ৯ নং বাক্যের নামবর্গে 'টা' আর 'খানা' এর উপস্থিতি সত্ত্বেও নামবর্গটি অনির্দিষ্ট। যেহেতু এই উপাদানগুলো দু'টি পৃথক বৈয়াকরণিক ভূমিকা পালন করে থাকে (১. বিভাজক, ২. নির্দেশক) সেহেতু এগুলোকে 'বিভাজক' বা 'নির্দেশক' না বলে আমি **অবধারক** বলার সিদ্ধান্ড় নিয়েছি।

৫. ঋক [বই] পড়ছে।

৬. ঋক [বইটা] পড়ছে।

৭. গার্গী [শাড়িখানা] কিনেছে।

৮. ঋক [তিনটা বই] লাইব্রেরিতে ফেরৎ দিতে ভুলে গেছে।

৯. ঋক [কয়েকটা বই] লাইব্রেরিতে ফেরৎ দিতে ভুলে গেছে।

টি, টা, খানা ও খানির মধ্যে অর্থগত পার্থক্য আছে বলে মনে হতে পাওে, কিন্তু আমাদের মতে এই পার্থক্য একান্ড়ভাবে 'ব্যক্তিক' (Subjective)। মান বাংলায় 'বইটা', 'বইটি', 'বইখানা', 'বইখানি', 'শাড়িখানা', 'শাড়িটা' – এই নামবর্গগুলোর মধ্যে একটি অন্যটির চেয়ে কম গ্রহণযোগ্য এমনটি বলা যাবে না।[১]

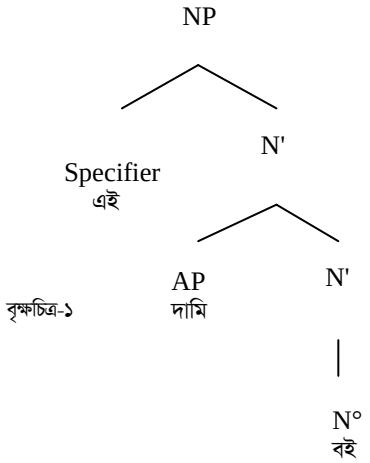

বৃক্ষচিত্র-১

নামবর্গে নামশির ছাড়াও থাকতে পারে বিশেষক ও প্রসারক। বাংলা নামবর্গে প্রসারক বসে পূরকের মতোই শিরের বামদিকে কারণ 'লাল বই', 'বড় বাড়ি', 'গতকাল কেনা বই', ইত্যাদি শব্দক্রম গ্রহণযোগ্য কিন্তু *'বই লাল' বা *'বাড়ি বড়' গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা ধরে নিচ্ছি, অন্য অনেক ভাষার মতো বাংলার ক্ষেত্রেও নির্দেশক বিশেষণ (Demonstrative adjective) 'এই/সেই/অই' (বা 'এ, সে, ও') (বৃক্ষচিত্র-১) নামবর্গের বিশেষক স্থানে বসে। বিশেষণবর্গ যেমন 'দামি' বা 'পুরোনো' নামবর্গে সংযোজিত হতে পারে যেমনটি হয়েছে ১নং বৃক্ষচিত্রে।

কোন নামবর্গে একাধিক বিশেষণবর্গ সংযোজিত হওয়ার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন ক্রম নেই বাংলায়: ১০ ও ১১ নং উদাহরণে 'দামি, পুরোনো বই' আর 'পুরোনো দামি বই' এই দুই ক্রমই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু কোন (অসমাপিকা) ক্রিয়াবর্গ (বা অন্য কোন বর্গ) যদি প্রসারিত করে নামবর্গকে তবে তার স্থান হবে বিশেষণবর্গের পরে। আমরা দেখতে পাচ্ছি, ১২নং উদাহরণটি গ্রহণযোগ্য অথচ ১৩নং উদাহরণ গ্রহণযোগ্য নয়। এর কারণ, ১৩নং উদাহরণে (অসমাপিকা) ক্রিয়াবর্গ 'বহুদিন আগে কেনা' বিশেষণবর্গ 'দামি' কে অনুসরণ করছে।

১০. দামি, পুরোনো বই।

১১. পুরোনো দামি বই।

১২. বহুদিন আগে কেনা দামি বই।

১৩. ? দামি বহুদিন আগে কেনা বই

১৪নং উদাহরণে দেখা যাচ্ছে বাংলায় নির্দেশক বিশেষণ নামবর্গের নির্দিষ্টতা দ্যোতিত করতে পারে আবার ৬নং উদাহরণে আমরা দেখেছি যে অবধারক একাও সে কাজটি করতে পারে। ১৫নং উদাহরণে দেখা যাচ্ছে নির্দেশক বিশেষণের উপস্থিতিতেও অবধারক নামশিরের সাথে যুক্ত হতে পারে। 'এই বই' আর 'এই বইটা' – এই উভয় নামবর্গই নির্দিষ্ট। তাহলে উদাহরণ-১৪ ও ১৫ এর মধ্যে পার্থক্য কি? ১৪নং উদাহরণে এটা পরিষ্কার নয় যে নামশিরের সংখ্যা কত, বই এখানে একটিও হতে পারে আবার একাধিকও হতে পারে। ১৫নং উদাহরণে এটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে ঋক নির্দিষ্ট একটি বই পড়ছে।

১৪. ঋক [এই বই] পড়ছে।

১৫. ঋক [এই বইটা] পড়ছে।

সারণি-১: অবধারক, সংখ্যা ও পরিগণকের সহাবস্থান								
গোটা	খান	সংখ্যা ও পরিগণক	টা	টি	টো	টে	টুকু	খানা
–	–	সব	+	–	–	–	+	+
–	–	কিছু	+	–	–	–	–	–
–	–	অনেক	+	–	–	–	+	+
+	+	কতক	+	–	–	–	–	–
+	+	কয়েক	+	+	–	–	–	+
–	–	খানিক	+	–	–	–	–	–
–	–	অত	+	+	–	–	+	+
–	–	কত	+	+	–	–	+	+
–	–	প্রত্যেক	+	+	–	–	–	+
–	–	এক	+	+	–	–	–	+
+	–	দুই/দু	–	–	+	–	–	+
+	–	তিন	+	+	–	+	–	+
+	–	চার	+	+	–	+	–	+
+	–	পাঁচ ও তার উপরে	+	+	–	–	–	+

(Ferguson 1964 ও ভট্টাচার্য ১৯৯৯ ও ভট্টাচার্য্য ২০০৭ অনুসরণে)

বাংলা নামবর্গে নির্দেশক বিশেষণ ও অবধারক ছাড়া থাকতে পারে 'সংখ্যা' (Numeral) (যেমন, 'এক', 'দুই', 'তিন', ইত্যাদি) আর 'পরিগণক' (Quantifier) (যেমন, কিছু, কয়েক, অল্প, ইত্যাদি)। ১নং সারণিতে আমরা দেখছি যে সব অবধারক সব পরিগণক আর সব সংখ্যার সাথে সহাবস্থান করতে পারে না। অবধারকগুলোর মধ্যে 'গোটা' আর 'খান' সংখ্যার পূর্বে বসে। অন্য অবধারকগুলো সংখ্যা আর পরিগণকের পরে বসে। ২ থেকে ১০ পর্যন্ড় সংখ্যাগুলো এবং সম্ভবত অনুর্ধ ৫০ পর্যন্ড় ১০ এর গুণিতকগুলোর সাথে 'গোটা', 'খান', ও জন (জনা) – এই তিনটি অবধারকের উপস্থিতিতে 'এক' যুক্ত হতে পারে: খান দুই/খান দুয়েক, খান ত্রিশ/খান ত্রিশেক, গোটা তিন/গোটা তিনেক, গোটা পাঁচ/গোটা পাঁচেক, ইত্যাদি। 'গোটা বারো' বলা যায় কিন্তু * গোটা বারোএক' গ্রহণযোগ্য নয়। 'গোটা নয়' বলা যায় আবার *'গোটা নয়েক' সব প্রতিবেশে (Conext) গ্রহণযোগ্য নয়। এমন নয় যে ব্যঞ্জনান্ড় সংখ্যাশব্দের সাথেই শুধু এক যুক্ত হতে পারে। *'গোটা উনিশেক'ও সব প্রতিবেশে গ্রহণযোগ্য নয়।

৮ ও ১৬ নং উদাহরণের মধ্যে আমরা যদি তুলনা করি তবে আমরা দেখবো যে নামশির যদি সংখ্যাশব্দের অগ্রবর্তী হয় তবে নামবর্গটি নির্দিষ্টতার অধিকারী হয়। কিন্তু নামশির যদি পরিগণকের অগ্রবর্তী হয় তবে নামবর্গে নির্দিষ্টতা আসেই – এমনটি জোর দিয়ে বলা যাবে না (উদাহরণ-৯ ও ১৭ এর তুলনা কর ন)। অন্যদিকে, ১৮-২১ নং উদাহরণে আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে নির্দেশক বিশেষণের উপস্থিতিতে যে কোন নামবর্গ নির্দিষ্টতার অধিকারী হয়, সে নামবর্গে নামশির, সংখ্যাশব্দ বা পরিগণকের পারস্পরিক অবস্থান যাই হোক না কেন।

১৬. ঋক [বই তিনটা] লাইব্রেরিতে ফেরৎ দিতে ভুলে গেছে।

১৭. ঋক [বই কয়েকটা] লাইব্রেরিতে ফেরৎ দিতে ভুলে গেছে।

১৮. ঋক [এই তিনটা বই] লাইব্রেরিতে ফেরৎ দিতে ভুলে গেছে।

১৯. ঋক [এই কয়েকটা বই] লাইব্রেরিতে ফেরৎ দিতে ভুলে গেছে।

২০. ঋক [এই বই তিনটা] লাইব্রেরিতে ফেরৎ দিতে ভুলে গেছে।

২১. ঋক [এই বই কয়েকটা] লাইব্রেরিতে ফেরৎ দিতে ভুলে গেছে।

আমরা আগেই যেমন বলেছি, নামবর্গ একটি বৃহত্তর কাঠামো Noun Phrase complex (NPC) বা 'নামমণ্ডল' এর অর্ন্তভুক্ত। আমরা মনে করি, এই কাঠামোতে রয়েছে **নির্দেশক বর্গ** (Deixis Phrase বা DP) যার শির (D°) হচ্ছে নির্দেশক বিশেষণ: এই/ওই/সেই। নির্দেশক শিরের পূরক হচ্ছে **নির্ধারক বর্গ** (Determiner Phrase বা DetP (লক্ষ্য করা যেতে পারে যে প্রচলিত DP এর পরিবর্তে আমরা দু'টি আলাদা বর্গের প্রস্তাব করছি। কেন করছি তা যথা সময়ে বলা হবে)। নির্ধারক শিরের পূরক হচ্ছে **অবধারক বর্গ** (Classifier phrase বা ClP)। অবধারক শির হচ্ছে টি/টা/খানা/গোটা, ইত্যাদি অবধারক। অবধারক শিরের পূরক হচ্ছে **পরিগণক বর্গ** (Quantifier Phrase বা QP)। আমরা ধরে নিচ্ছি, পরিগণক একটি যুগ্ম শির যার মধ্যে আছে 'কিছু', 'কয়েক', ইত্যাদি পরিগণক (Qauantifier) এবং/বা 'এক', 'দুই', 'তিন', ইত্যাদি সংখ্যা (Numeral)। পরিগণক শিরের পূরক হচ্ছে নামবর্গ।

সঞ্জননী ব্যাকরণ ঘরানায় এ রকম মনে করা হয় যে নির্দিষ্টতা হচ্ছে নামবর্গের একটি বৈন্যাসিক স্বলক্ষণ (Syntactic feature) এবং নামবর্গকে অভিবাসনের মাধ্যমে এই স্বলক্ষণ নিরীক্ষা বা যাচাই (Feature checking) করে নিতে হয়। ৮নং উদাহরণের 'তিনটা বই' যেহেতু অনির্দিষ্ট এবং ১৬নং উদাহরণের 'বই তিনটা' যেহেতু নির্দিষ্ট সেহেতু আমরা দাবি করতে পারি যে ১৬নং উদাহরণে নামবর্গ 'বই' সংখ্যাশব্দের বামদিকে কোথাও অভিবাসন করছে বলে নামমণ্ডলটি নির্দিষ্টতার অধিকারী হচ্ছে। যদি এই অভিবাসন সংঘঠিত না হয় তবে নামবর্গমণ্ডল অনির্দিষ্ট থেকে যায়।

কোন বৃন্তে হতে পারে এই অভিবাসন? Chomsky (1995) এর আলোকে ভট্টাচার্য (১৯৯৯) দাবি করেছেন, নামবর্গ 'বই' অভিবাসন করে পরিগণক বর্গের বিশেষক স্থানে। তাঁর বৃক্ষচিত্রে অবধারক বর্গ বলে আলাদা কোন বর্গ নেই। পরিগণক শির আর অবধারক শির মিলিয়ে তিনি প্রস্তাব করেছেন একটি যুগ্মশিরের (এবং যুগ্ম বর্গের)। এই শিরের নাম যদিও দিয়েছেন তিনি পরিগণক শির তবুও তাঁর দাবি এই যে এই পরিগণক শিরের পরিগণক আর অবধারক এই উভয় জাতীয় উপাদানের বৈশিষ্ট্যই থাকবে। অর্থাৎ পরিগণক বর্গের শির হবে 'তিনটা', 'চারটা' ইত্যাদি অবধারকযুক্ত পরিগণক এবং নামবর্গ এই পরিগণকের বামদিকে অভিবাসন করলে আমরা পাবো নির্দিষ্ট নামমণ্ডল [বই তিনটা]।[২]

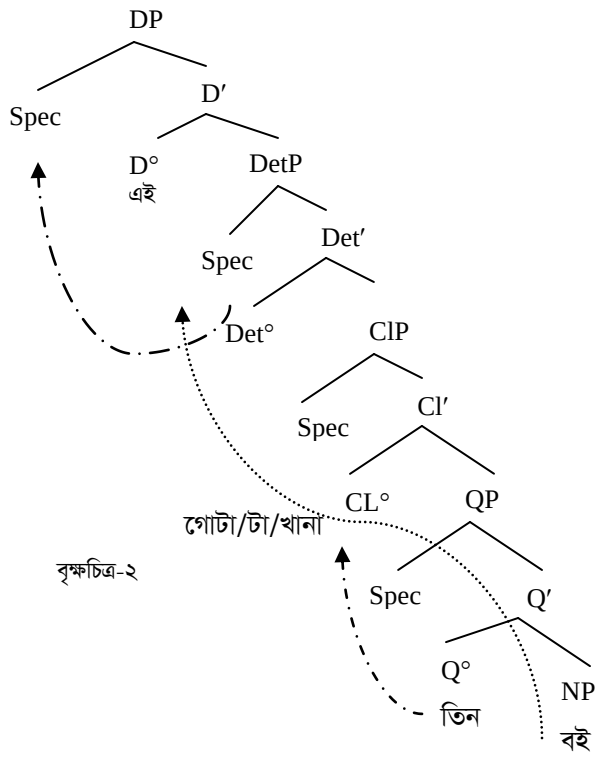

বৃক্ষচিত্র-২

২২. ঋক [গোটা তিন বই] লাইব্রেরিতে ফেরৎ দিতে ভুলে গেছে।[৩]

২৩. ঋক গত সপ্তাহে লাইব্রেরি থেকে অনেকগুলো বই $(_{i,j})$ এনেছিল যার মধ্যে সে
[বই এই তিনটা] $(_{i,k})$ ফেরৎ দিতে ভুলে গেছে।

আমরা মনে করি পরিগণক আর অবধারক যুগ্মশির হতে পারে না। কেন পারে না? ৮নং উদাহরণের সঙ্গে ২২নং উদাহরণের তুলনা কর ন। উভয় ক্ষেত্রেই নামবর্গ 'বই' এর অবস্থান অবধারকের ডানদিকে, অর্থাৎ ৮ আর ২২ নং উদাহরণে নামবর্গ 'বই' কোথাও অভিবাসন করেনি। ৮ আর ২২ নং উদাহরণের মধ্যে কিন্তু অর্থের পার্থক্য রয়েছে। ২২নং উদাহরণে সংখ্যার দ্যোতনাটা ঠিক পরিষ্কার নয়, বইয়ের সংখ্যা তিনটিও হতে পারে আবার তিনটির কমবেশিও হতে পারে। ৮নং উদাহরণে কিন্তু সংখ্যা-দ্যোতনার ক্ষেত্রে এ রকম কোন ধোঁয়াশা নেই। ৮ আর ২২নং উদাহরণের দ্যোতনা-পার্থক্য ব্যাখ্যা করা যাবে কেমন করে? আমরা বলতে পারি যে ৮নং বাক্যে পরিগণক শির বিভাজক শিরে অভিবাসন করাতেই সংখ্যার সঠিক দ্যোতনা তৈরি হচ্ছে। এই অভিবাসনের সাথে ১৬ নং উদাহরণে নামবর্গ 'বই' এর নির্ধারক বর্গের বিশেষক স্থানে বা ২৩নং উদাহরণে নির্দেশক বর্গের বিশেষক স্থানে অভিবাসনের পার্থক্য আছে। ১৬ ও ২৩ নং উদাহরণের অভিবাসন হচ্ছে 'আন্ড়-বর্গ' অভিবাসন – যেক্ষেত্রে কোন একটি বর্গ অভিবাসন করে অন্য একটি বর্গের বিশেষক স্থানে। ৮নং উদাহরণে একটি শির অভিবাসন করে অন্য একটি শিরের সাথে যুক্ত হয়েছে। এ ধরনের অভিবাসনের নাম 'আন্ড়শির অভিবাসন' (Head to Head movement)।

আমরা মনে করি না যে পরিগণক বা অবধারক বর্গের বিশেষক স্থানে নির্দিষ্টতার স্বলক্ষণ নিরীক্ষিত হতে পারে কারণ আভিধানিক (Lexical) দিক থেকে দেখলে নির্দিষ্টতা প্রদান করা পরিগণক বা অবধারকের কাজ নয়। আমাদের মতে, নির্দেশক বর্গ আর নির্ধারক

বর্গ এ দু'টি বর্গের বিশেষক স্থানেই নির্দিষ্টতা নিরীক্ষিত হতে পারে। তবে নির্দেশক বর্গে যে নির্দিষ্টতা নিরীক্ষিত হয় তার সাথে নির্দেশক বর্গে নিরীক্ষিত নির্দিষ্টতার পার্থক্য আছে। নির্দেশক বর্গের বিশেষক স্থানে শুধু প্রদর্শিত নির্দিষ্টতা নিরীক্ষিত হতে পারে। অন্য সব ধরনের নির্দিষ্টতা নিরীক্ষিত হতে হবে র্নিধারক বর্গের বিশেষক স্থানে। আমাদের এ ধরনের দাবির পেছনে যুক্তি কি? যেমন ধর"ন, ২৪নং উদাহরণের নামম"লটি গ্রহণযোগ্য নয়। এ বাক্যে নামবর্গ 'বই' নির্ধারক বর্গের বিশেষক স্থানে অভিবাসন করেছে। আমাদের দাবি মোতাবেক এ স্থানটিতে আনাফোরিক নির্দিষ্টতা নিরীক্ষিত হওয়ার কথা। কিন্তু আনাফোরিক নির্দিষ্টতার জন্যে এমন একটি পূর্বগামী নামবর্গের প্রয়োজন যেটিকে পরগামী নামবর্গ সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপিত করতে পারবে। যে নামবর্গটি ২৪ নং বাক্যে আছে (অর্থাৎ 'অনেকগুলো বই') সেটিকে নামম"ল 'বই তিনটা' সম্পূর্ণভাবে প্রতিস্থাপিত করতে পারে না কারণ তাদের সূচক এক নয়। যদি উপযুক্ত পূর্বগামী না থাকে তবে নামবর্গ 'তিনটি বই' এর আনাফোরিক নির্দিষ্টতা থাকতে পারে না। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এ রকম, নামবর্গ 'বই' অভিবাসন করছে বটে কিন্তু অভিবাসন করার বিশেষ কোন কারণ তার নেই। বিশেষ কোন কারণ ছাড়া নামবর্গ অভিবাসিত হয়েছে বলে ২৪নং উদাহরণের নির্দেশক বর্গটি গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। ২৩ নং উদাহরণের নির্দেশক বর্গটি গ্রহণযোগ্য কারণ এক্ষেত্রে নামবর্গ 'বই' নির্দেশক বর্গের বিশেষক স্থানে অভিবাসন করেছে। এর ফলে নামবর্গ প্রদর্শিত নির্দিষ্টতা নিরীক্ষা করে নিতে পেরেছে।

২৪. ঋক গত সপ্তাহে লাইব্রেরি থেকে অনেকগুলো বই $(_{i,j})$ এনেছিল যার মধ্যে সে
*[বই তিনটা] $(_{i,k})$ ফেরৎ দিতে ভুলে গেছে।

আপনারা বলতে পারেন, ১৮-২১নং উদাহরণের নামম"লেও প্রদর্শিত নিদিষ্টতা নিরীক্ষিত হয়েছে কারণ, সেখানে বক্তা ও শ্রোতা উভয়ের কাছে দৃশ্যমান তিনটি বিশেষ বইয়ের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু ১৮-১৯ নং উদাহরণে নামবর্গ মোটেই অভিবাসন করেনি আর ২০-২১ নং উদাহরণে নামবর্গ অভিবাসন করেছে নির্ধারক বর্গের বিশেষক স্থানে, নির্দেশক বর্গের বিশেষক স্থানে নয় (কারণ 'বই' এর অবস্থান নির্দেশক শির 'এই' এর ডানদিকে)। এরকম প্রশ্ন উঠতেই পারে যে উভয় ক্ষেত্রেই নির্দেশক বর্গের বিশেষক স্থানে অভিবাসন না করা সত্ত্বেও নামবর্গ কিভাবে নির্দিষ্টতার অধিকারী হলো? এতে কোন সমস্যা নেই কারণ অভিবাসন দৃশ্যমান হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। নির্দেশক বর্গের বিশেষক স্থানে অভিবাসন অদৃশ্যও হতে পারে। আমরা ধরে নিতে পারি যে ১৮-২১ নং উদাহরণে নামবর্গ নৈয়ায়িক স"ড়ও (Logical Form) নির্দেশক বর্গের বিশেষক স্থানে অদৃশ্য (Covert) অভিবাসন করেছে। এতো গেল একটা উত্তর। আরেকটা উত্তর হচ্ছে এই যে স্বলক্ষণ নিরীক্ষা দু'ভাবে হতে পারে: অভিবাসনের মাধ্যমে বা আভিধানিকভাবে। নির্দিষ্টতা দ্যোতিত করে এমন কোন আভিধানিক উপাদান (Lexical item) যদি থাকে নামম"লের অভ্যন্ড়রে তবে নামবর্গের অভিবাসন করার প্রয়োজন হয় না। এ রকম বলা যেতে পারে যে ১৮-২১নং উদাহরণে নির্দেশক বিশেষণের উপস্থিতির কারণে আভিধানিকভাবেই নামম"লগুলো নির্দিষ্টতার অধিকারী হয়।

এবার অন্য একটি সমস্যার দিকে নজর দেয়া যাক। নামবর্গের তিন ধরনের প্রসারক থাকতে পারে: বিশেষণবর্গ (Adjectival phrase), অধিকারবাচক সর্বনাম বা সম্বন্ধপদ (Possessive) এবং সম্পূর্ণ প্রস"ড়াব। এই তিন ধরনের প্রসারকের ক্রম কি হবে? সম্বন্ধপদ সাধারণত নামবর্গের বামদিকে বসে : 'আমার ছেলে', 'চট্টগ্রামের নদী'। অন্য সব প্রসারকের মতোই সম্বন্ধ পদকে নামবর্গম"লের কোথাও সংযোজিত হতে হবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সম্বন্ধপদের সংযোজনটা কোথায় হবে? আমরা লক্ষ্য করতে পারি যে সম্বন্ধপদ যদি বিশেষণবর্গ (২৫-২৬), পরিগণক বর্গ (২৭-২৮) ও নির্দেশক শিরকে (২৯-৩০) অনুসরণ করে তবে নির্দেশকবর্গটি তার গ্রহণযোগ্যতা হারায়। সুতরাং

নির্দেশক বর্গের সাথেই শুধু সম্বন্ধপদ সংযোজিত হতে পারে। বৃক্ষচিত্র-৩ এ সম্বন্ধ পদকে আমরা কারকবর্গ হিসেবে দেখিয়েছি কারণ বাংলায় সম্বন্ধপদ হিসেবে ব্যবহৃত নামশব্দের সাথে ৬ষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন যুক্ত থাকে।[৪] সাধারণত কারকবর্গের শির হয় বিভক্তি এবং কারকশিরের পূরক হয় নামপদ (বা অনুসর্গ, যেমন 'সাথের' বা 'সামনের' ও ক্রিয়ারূপ: 'করার', 'খাওয়ার')।

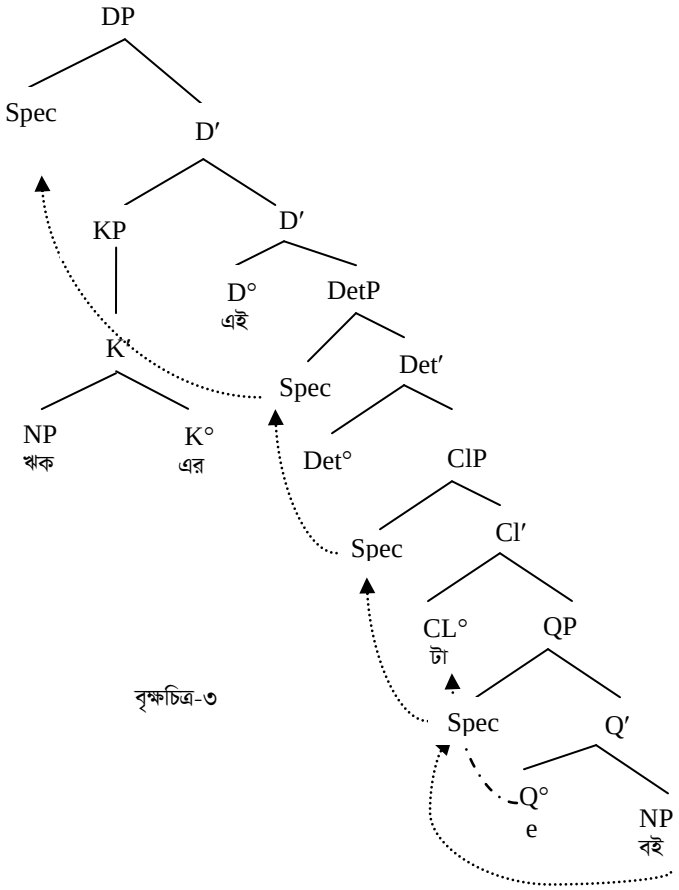

বৃক্ষচিত্র-৩

২৫. *দামি ঋকের বইটি।

২৬. ঋকের দামি বইটি।

২৭. *তিনটি ঋকের বই।

২৮. *ঋকের তিনটি বই।

২৯. *এই ঋকের বই।

৩০. ঋকের এই বই।

প্রসারক সম্বন্ধপদ নামবর্গের ডানদিকে অবস্থান করলে নামবর্গে বিশেষ একটি অর্থ যোগ হয়। যেমন নচিকেতা ভট্টাচার্যের গানেঃ 'ছেলে আমার মস্ড় মানুষ মস্ড় অফিসার' বা অন্য একটি পরিচিত দেশাত্মবোধক গানেঃ 'দেশ আমার, মাটি আমার'। নিজের ছেলে, দেশ ও মাটির প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ পাচ্ছে এ শব্দবন্ধগুলোতে। এমন ধারণা করা যেতে পারে যে এ ধরণের ক্ষেত্রে নামবর্গ 'ছেলে' নির্দেশক বর্গের বিশেষক স্থানে অভিবাসন করে এবং সেই অভিবাসনের ফলে কোন বিশেষ একটি স্বলক্ষণ নিরীক্ষিত হয় বলেই নামবর্গম ল টি সেই বিশেষ অর্থটির অধিকারী হয়। কিন্তু নামশির সম্বন্ধ পদের বামদিকে অভিবাসন করতে পারবে কি পারবে না তা নামশিরের আর্থ স্বলক্ষণের উপর নির্ভর করে। 'বই ঋকের অনেক আছে' বলা যায় কিন্তু *'নদী চট্টগ্রামের' বা *'পায়া টেবিলের' ('টেবিলের পায়া' না বলে) বলা যায় না। আমরা বলতে পারি 'ছেলে' আর 'আমি' বা 'আমি' আর 'দেশ/মাটি'র মধ্যে যে অনুরাগ-অধিকারের সম্পর্ক আছে তা 'টেবিল' আর 'পায়া'র মধ্যে নেই। সুতরাং 'পায়া'র সেই বিশেষ স্বলক্ষণটি নেই যা 'ছেলে' বা 'দেশ' এর রয়েছে। স্বলক্ষণ নেই বলে তা নিরীক্ষণেরও কোন প্রশ্ন নেই এবং সে কারণে 'পায়া'র অভিবাসনেরও প্রয়োজন নেই।[৫]

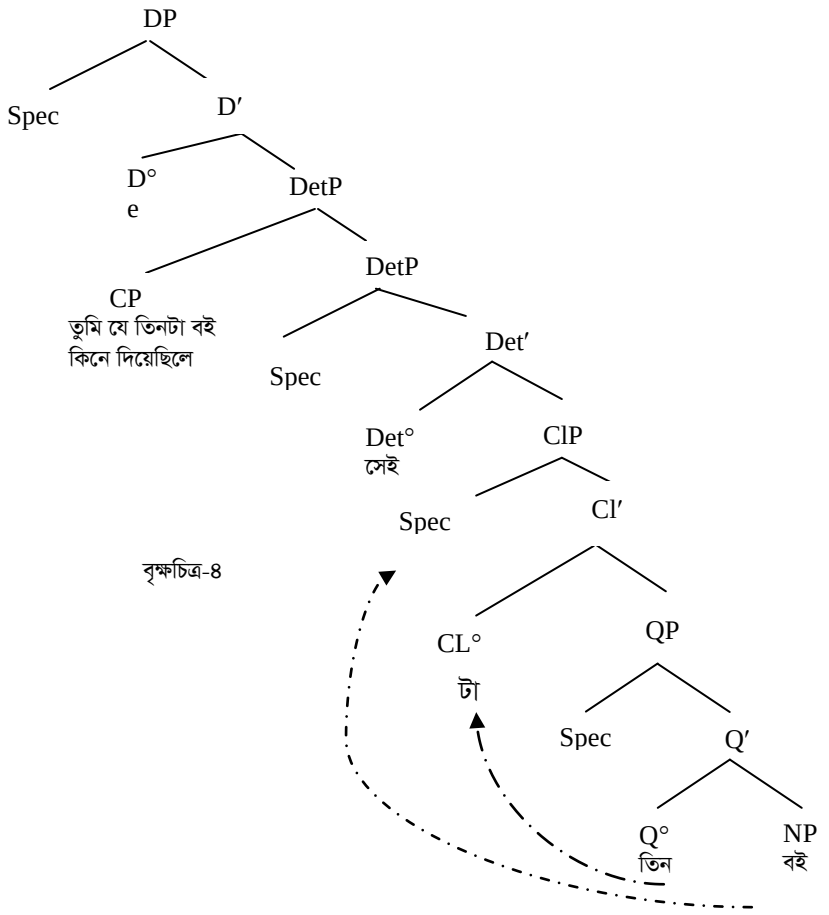

বৃক্ষচিত্র-৪

৩নং বৃক্ষচিত্রে গ্রহণযোগ্য নামম ল 'ছেলে আমার' প্রদর্শন করা যাবে বটে (যেমন, 'বই ঋকের' বা 'ছেলে আমার') কিন্তু একই বৃক্ষচিত্রে কম গ্রহণযোগ্য (৩১-৩২) এরও সৃষ্টি হতে পারে। কেন (৩১-৩২) কিছুটা হলেও গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে? এমন হতে পারে যে নির্দেশক বর্গের বিশেষক স্থানে নামবর্গ অভিবাসন করার ফলে এর নির্দিষ্টতার স্বলক্ষণটিও নিরীক্ষিত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নির্দেশক শির 'এই' এর উপস্থিতিতে

আভিধানিকভাবেই যেহেতু স্বলক্ষণটি নিরীক্ষিত হচ্ছে সেহেতু অভিবাসন করে স্বলক্ষণটি আবার নিরীক্ষণ করার প্রয়োজন হবার কথা নয়। কিন্তু তার পরেও যেহেতু অভিবাসন হচ্ছে সেহেতু (৩১-৩২) (সম্ভবত) তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারাচ্ছে।

৩১. ?ছেলে আমার এই টা ।

৩২. ?বই ঋকের এই টা

৩৩নং উদাহরণ ও ৪নং বৃক্ষচিত্রে পুরো একটি প্রস্ড়াব 'তুমি যে তিনটা বই কিনে দিয়েছিলে' সংযোজিত হয়েছে নির্ধারক বর্গে।[৬] এই বৃক্ষচিত্রে নির্দেশক বিশেষণ 'সেই' নির্ধারক শির স্থানে বসেছে কারণ 'সেই' প্রদর্শিত নির্দিষ্টতা দ্যোতিত করে না। এখানে সমস্যা হচ্ছে এই যে প্রসারক প্রস্ড়াবে ব্যবহৃত সম্বন্ধবাচক সর্বনাম 'যে' আর নির্দেশক বিশেষণ 'সেই' এর মধ্যে একটি আভিধানিক (Lexical) সম্পর্ক রয়েছে: যে.. সেই, যার...তার, ইত্যাদি। বাক্যবিশে- ষণের সঞ্জননী কাঠামোতে এই সম্পর্কের কোন বৈন্যাসিক কারণ নির্ণয় করতে আমরা সক্ষম নই।

৩৩. [[তুমি যে তিনটা বই কিনে দিয়েছিলে] সেই তিনটা বই] ঋক পড়েনি।

বহুবচনদ্যোতক উপাদান 'রা' যুক্ত হতে পারে সাধারণত মনুষ্য-দ্যোতক নামশব্দের সাথে, ক্বচিৎ কোন কোন প্রাণীদ্যোতক নামশব্দের সাথে: 'ছাত্রেরা', 'মেয়েরা', 'পাখিরা'। অন্য নামশব্দের সাথে যুক্ত হয় 'গুলি/গুলো'। বিশেষ শ্রেণীর নামশব্দের সাথে বিশেষ বহুবচন-দ্যোতক উপাদান যুক্ত হবার ব্যাপারটা বৈন্যাসিক দিক থেকে ব্যাখ্যা করতে হলে বহুবচনদ্যোতক উপাদানগুলোকে বিভাজক হিসেবে বিবেচনা করতে হয়। 'গুলো"র ক্ষেত্রে তা করা যায়: 'ছেলে এই গুলো' বা 'ছেলে এই তিনটা' – এই উভয় ক্ষেত্রেই নামবর্গ অভিবাসন করেছে বিভাজক ও বহুবচনদ্যোতক উপাদানের বামদিকে। কিন্তু *'ছেলে এই রা' গ্রহণযোগ্য নয়। এর মানে হচ্ছে 'রা' নামবর্গকে অভিবাসনে বাধা দেয়। 'রা' এর এই আচরণ বাক্যবিন্যাসের দৃষ্টিকোণ থেকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? এ ছাড়া আরও কিছু সমস্যা রয়েছে। যেমন, নির্দিষ্ট বর্গের বিশেষক স্থানে অভিবাসন করার ফলে ১৬ নং বাক্যের 'বই তিনটা' যদি নির্দিষ্ট হয়ে থাকে তবে ১৭নং বাক্যের 'বই কয়েকটা' নির্দিষ্ট নয় কেন?

সঞ্জননী ব্যাকরণ ধারার পরিমিত প্রকল্পের আলোকে (Minimalist Program) এসব প্রশ্নের কি উত্তর হতে পারে তা আমরা এখনও জানি না। এমত পরিস্থিতিতে দাশগুপ্ত, ফোর্ড ও সিংহ (২০০০), দাশগুপ্ত ও ঘোষ (২০০৭) এ প্রস্ড়াবিত **কায়াবাদী ব্যাকরণের** (Substantivist model) অনুসরণে এবং ভট্টাচার্য্য (২০০৮) এর আলোকে নির্দিষ্ট বা অনির্দিষ্ট নামম"ল গঠনের জন্য আমরা ৩৫-৪০ এর মতো বিন্যাস-কৌশল (বা বর্গগঠন কৌশল) (Syntactic strategy) এর প্রস্ড়াব করতে পারি। ১৭ নং উদাহরণের নির্দেশক বর্গ 'বই কয়েকটা"র নির্দিষ্টতা নেই কারণ ৩৪ এর অস্ড়িত্ব নেই বাংলা ব্যাকরণে। উদাহরণ ১৬ এর 'বই তিনটা' নির্দিষ্ট কারণ বাংলা ব্যাকরণে ৩৫ এর অস্ড়িত্ব আছে। তবে ৩৫ দিয়ে গঠিত কোন নামম"ল ২৪ নং উদাহরণে ব্যবহার করা যাবে না কারণ ৩৫ দ্বারা গঠিত নামম"লের যে রকম পূর্বগামী প্রয়োজন ঠিক সে রকম পূর্বগামী ২৪ নং উদাহরণে নেই। ৩৬ আর ৩৭ দিয়ে অনির্দিষ্ট নামম"ল গঠন

করা যায়। ৩৮ এর অস্ড়িত্ব মেনে নিলে ৪নং বৃক্ষচিত্রের প্রয়োজনীয়তা আর থাকে না। আমরা ধারণা করছি যে এসব বিন্যাস কৌশলই নির্ধারণ করবে কোন নামবর্গটি নির্দিষ্ট হবে আর কোন নামবর্গটি হবে অনির্দিষ্ট।

৩৪. */X/বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত → [/X/বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত /Y/পরিগণক /Z/অবধারক] নামম–ল, নির্দিষ্ট, বহুবচন

৩৫. /X/বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত → [/X/বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত /Y/সংখ্যা /Z/অবধারক] নামম–ল, নির্দিষ্ট, বহুবচন

বই → [বই তিনটা]

৩৬. /X/বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত → [/X/বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত Koyek /Z/অবধারক] নামম–ল, অনির্দিষ্ট, বহুবচন

বই → বই কয়েকটা

৩৭. /X/বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত → [/Y/সংখ্যা /Z/অবধারক/X/ বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত] নামম–ল, অনির্দিষ্ট, বহুবচন

বই → তিনটা বই

৩৮. /X/বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত → [JE /Y/সংখ্যা /Z/অবধারক/X/ বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত [VP] SHE/Y/সংখ্যা /Z/অবধারক/X/বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত] নামম–ল, নির্দিষ্ট, বহুবচন

বই → যে তিনটা বই কিনে দিয়েছিলে সে তিনটা বই

এখানে আমরা একটা নতুন প্রস্ড়াব করতে চাই। আমাদের প্রস্ড়াবটা একটু অভিনবও বটে, কিন্তু এর মূল প্রেরণা পেয়েছি আমরা সিংহ-ফোর্ড (ফোর্ড প্রমুখ ১৯৯৭) প্রস্ড়াবিত অখ– রূপতত্ত্ব আর দাশগুপ্ত (দাশগুপ্ত প্রমূখ ২০০০) কায়াবাদী ব্যাকরণ থেকেই। আমরা মনে করি, বর্গগঠন কৌশলে শব্দ বা বর্গ প্রক্ষেপ করে যেসব বর্গ গঠন করা হবে সেগুলো কোন বৃক্ষচিত্রে সংযোজিত হবার প্রয়োজন নেই। ৩৯-৪১ এর মতো ম–ল ও প্রস্ড়াব-গঠন কৌশল দিয়েই বিভিন্ন ম–ল ও প্রস্ড়াব গঠন করা সম্ভব। সুতরাং বৃক্ষচিত্রেরই আর প্রয়োজন নেই, সংবাহনও নিস্প্রয়োজন। আমরা যদি ৩৮ এর উৎপাদন (Output) ৩৯ বা ৪০এ প্রক্ষেপ করি তবে সম্পূর্ণ প্রস্ড়াব(Clause)/বাক্য গঠন করা সম্ভব।

৩৯. [JE /Y/সংখ্যা /Z/অবধারক/X/ [VP] SHE/Y/সংখ্যা /Z/অবধারক/X/বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত]নামম–ল, নির্দিষ্ট, বহুবচন → [[JE /Y/সংখ্যা /Z/অবধারক/X/ বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত [VP] SHE/Y/সংখ্যা /Z/অবধারক/X/ বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত]নামম–ল, নির্দিষ্ট, বহুবচন কর্ম /X/নমম–ল, কর্তা /Y/ক্রিয়াবর্গ]ক্রিয়াম–ল

যে তিনটা বই কিনে দিয়েছিলে সে তিনটা বই → যে তিনটা বই কিনে দিয়েছিলে সে তিনটা বই ঋক পড়েছে।

৪০. [JE /Y/সংখ্যা /Z/অবধারক/X/ [VP] SHE/Y/সংখ্যা /Z/অবধারক/X/বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত]নামম–ল, নির্দিষ্ট, বহুবচন → [[JE /Y/সংখ্যা /Z/অবধারক/X/ বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত [VP] /X/নমম–ল, কর্তা SHE/Y/সংখ্যা /Z/অবধারক/X/ বিশেষ্য, অনির্দিষ্ট, অসংখ্যায়িত] নামম–ল, নির্দিষ্ট, বহুবচন, কর্ম /Y/ক্রিয়াবর্গ] ক্রিয়াম–ল

যে তিনটা বই কিনে দিয়েছিলে সে তিনটা বই → যে তিনটা বই কিনে দিয়েছিলে ঋক সে তিনটা বই ঋক পড়েছে।

৩৮ দিয়ে গঠন করা নামবর্গ ৩৯-৪০ এ প্রক্ষেপিত হবে কারণ ক) 'পড়া' ক্রিয়ার উপপদীয় বৈশিষ্ট্য (Subcategorical property) অনুসারে 'পড়ছে' বা 'পড়েছি' এর একটি পূরক গ্রহণের প্রয়োজন হবে এবং পূরকটি হতে হবে একটি নামবর্গ এবং খ) 'পড়া' ক্রিয়ার উপপদীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে 'পড়ছে' বা 'পড়েছি' এর একটি কর্তা প্রয়োজন।

আমাদের মডেলে স্বলক্ষণ নিরীক্ষণের কোন ব্যাপার নেই বলে কোন প্রকার অভিবাসনের প্রয়োজন নেই। এমন দাবিও করা যেতে পারে যে বাক্যবিন্যাস আসলে (৩৫-৪০) এর মতো সসীম বিন্যাসকৌশলের সমষ্টি। এসব সসীম বিন্যাসকৌশলের ছাঁচে ফেলে মানুষ অসীম বাক্য তৈরি করে এবং এসব বাক্য শুনে শুনে মানবশিশু সংশি- ষ্ট বাক্যবিন্যাস-কৌশলগুলো অর্জন করে। আমাদের দাবি যদি সত্য হয় তবে বাস্ড়বজগতের বিভিন্ন অ-ভাষিক বস্তুবিন্যাস করার জন্যে যে সাধারণ জ্ঞান ব্যবহৃত হয় তা দিয়েই বাক্যবিন্যাস করা সম্ভব। এর জন্যে বিশেষ কোন সহজাত জ্ঞানের প্রয়োজন হবার কথা নয়। রূপতত্ত্বের ক্ষেত্রে সিংহ (২০০১) এরকম দাবি করেছেন।[৭] অনুরূপ দাবি বাক্যবিন্যাসের ক্ষেত্রেও করা যেতে পারে কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। আমাদের দাবিটি অবশ্য চূড়ান্ড় কিছু নয়, এটি একান্ড়ই এর প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। তবে এ ধরনের দাবির সঙ্গে বেশির ভাগ চমস্কী-পন্থী যে একেবারেই একমত হবেন না এ কথা বলাই বাহুল্য।

টীকা

১. অনেক ক্ষেত্রেই বাংলা 'টা' ইংরেজি the এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। ইংরেজিতে the হচ্ছে শব্দ কিন্তু বাংলায় 'টা' শব্দ বলে বিবেচ্য হতে পারে না। এর কারণ শব্দমাত্রেরই কমপক্ষে একটি গমক (Stress) থাকবে কিন্তু 'টা' এর কোন গমক নেই। টা/খানা জাতীয় উপাদানের বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে **কীলক** (Clitic)। কীলক জাতীয় উপাদানগুলো পূর্ববর্তী শব্দের সাথে একই উচ্চারণ-এককের (Speech-unit) অন্ড়র্ভুক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়। সাধারণত কোন শব্দ তার গমক হারিয়ে কীলকে পরিণত হয়, কীলক বিবর্তিত হয়ে সৃষ্টি হয় প্রত্যয় বা উপসর্গ।

২. আমরাও অবশ্য পরিগণকশিরকে যুগ্মশির বলেছি কিন্তু আমাদের যুগ্মশিরের সাথে ভট্টাচার্য (১৯৯৯) এর যুগ্মশিরের পার্থক্য আছে। আমাদের যুগ্মশিরে পরিগণক জোট বেঁধেছে সংখ্যার সাথে। আমাদের বৃক্ষচিত্রের সাথে ভট্টাচার্যের বৃক্ষচিত্রেরও বেশ কিছু পার্থক্য রয়েছে।

৩. এই বাক্যের সাথে তুলনা কর ন: *বস্ড়া দুই চাল*, *কাপ দুই চা*, *দুই বস্ড়া চাল*, *চাল দুই কাপ* ইত্যাদি। অন্য অনেক ভাষার মতো বাংলায়ও পরিমাপ-এককগুলোর বৈন্যাসিক আচরণ অবধারক/বিভাজকের মতো।

৪. আমরা বলেছি, নামবর্গ নির্দেশক শিরের বিশেষক স্থানে অভিবাসন করে নির্দিষ্টতা ও অন্যান্য স্বলক্ষণ নিরীক্ষা করে নেয়। ৩নং বৃক্ষচিত্রে লক্ষ্য করুন, নামবর্গ 'বই' এই অভিবাসন এক লাফে সম্পন্ন করতে পারে না। অভিবাসন সম্পন্ন হচ্ছে একাধিক ধাপে। প্রথমে নামবর্গ যাচ্ছে পরিগণক বর্গের বিশেষক বৃন্ড়ে, তারপর অবধারক বর্গের বিশেষক বৃন্ড়ে, তারপর নির্ধারক বর্গের বিশেষক বৃন্ড়ে এবং অবশেষে নির্দেশক বর্গের বিশেষক বৃন্ড়ে গিয়ে তার দীর্ঘ অভিবাসনের সমাপ্তি ঘটছে। অভিবাসনের ক্ষেত্রে অভিবাসনরত বর্গকে একটি বিশেষ প্রতিবন্ধ মেনে চলতে হয় যার নাম **সন্নিহিতি** (Subjacency)। সন্নিহিতির ব্যাপারটা থাকার ফলে কোন বর্গ অন্য অনেক বর্গকে ডিঙিয়ে বহুদূরের কোন বর্গের বিশেষক বৃন্ড়ে অভিবাসন করতে পারে না। তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে সন্নিহিতি সব মানবভাষায় থাকলেও এর স্বরূপ সব ভাষায় এক রকম নয়। অর্থাৎ সন্নিহিতি একটি বিশ্বব্যাকরণের একটি ধ্রুপদ (Principle) কিন্তু ভাষাভেদে এর খেয়াল (Parameter) বদলায়।

৫. বর্তমান প্রবন্ধের অজ্ঞাত নিরীক্ষক মনে করেন ভট্টাচার্য ১৯৯৯ (অধ্যায়-৩, পৃষ্ঠা : ৯৯-১৪২) এর অনুসরণে 'ছেলে আমার' জাতীয় অভিবাসনকে Kinship inversion বলা যেতে পারে। আমার আপত্তি নেই, তবে কথা হচ্ছে Kinship এর আওতায় কি 'দেশ', 'নেতা' এসব নামশব্দও পড়বে?। 'দেশ আমার', 'নেতা আমার' নামবর্গে 'দেশ' বা 'নেতা' ঠিক আমার আত্মীয় নয়। আমি যে 'অনুরাগ-অধিকারের সম্পর্ক' বলেছি তাতেও কাজ চলতে পারে। এখানে বড় সমস্যা হচ্ছে এই যে অনুরাগ-অধিকার বা Kinship এর সম্পর্কটি একটি আর্থ স্বলক্ষণ, এটি বিন্যাসগত কোন স্বলক্ষণ নয়। একটি আর্থ স্বলক্ষণ বৈন্যাসিকভাবে অর্থাৎ অভিবাসনের মাধ্যমে কেন নিরীক্ষা করতে হবে এ সঙ্গত প্রশ্ন করা যেতেই পারে।

৬. এ প্রবন্ধের একটি প্রাক-নিরীক্ষণ বয়ানে 'যে' আর 'সেই'-কে কাছাকাছি রাখার জন্যে প্রস্ড়াবটিকে Det' এর সাথে সংযোজিত করা হয়েছিল। অজ্ঞাত নিরীক্ষকের মতে এ ধরণের সংযোজন অপ্রত্যাশিত। যদি আমি তাঁর বক্তব্য ঠিকমতো বুঝে থাকি তবে তিনি বলতে চান যে কোন XP এর সাথেই এ ধরনের প্রস্ড়াব সংযোজিত হওয়া উচিত। তিনি জানিয়েছেন যে Srivastav (1991) ও Dayal (1996) প্রবন্ধে সংযোজক (Correlative) প্রস্ড়াবকে IP-প্রসারক হিসেবে এবং Bhatt (2003) প্রবন্ধে Dem(onstrative)-XP প্রসারক হিসেবে দেখানো হয়েছে।

৭. Singh (2001:364) বলেছেনঃ "morphology does not in fact have much to do with grammar, if by grammar we mean knowledge constructed with the help of principles unique to language-faculty. General cognition seems sufficient to extract whatever morphology can be justifiably extracted from given lexica." অর্থাৎ রূপতত্ত্বের সাথে ব্যাকরণের তেমন কোন সম্পর্ক নেই যদি 'ব্যাকরণ' বলতে আমরা এমন জ্ঞানকে বোঝাই যা মানবমস্ড়িষ্কের ভাষা-অঙ্গের কিছু সূত্র দিয়েই শুধু অর্জন করা সম্ভব। সেক্ষেত্রে, কোন শব্দকোষের ভিত্তিতে যতটুকু রূপতত্ত্ব আছে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে দাবি করা যেতে পারে তার সবটুকুই সাধারণ সঙ্গায়ণের সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর হবে।

References

Abney, Steven P. 1987. The English noun phrase in its sentential aspect. Doctoral dissertation, MIT.

Bhatt, Rajesh. 2003. Locality in correlatives. *Natural Language and Linguistic theory* 210: 485-541.

Bhattacharja, Shishir. 2007a. Familiarity, specificity, (in)definiteness and substitution. *Journal of the Institute of Modern Language,* University of Dhaka *2006-2007*: 21-26.

2007b. *Word formation in Bengali: a Whole Word Morphological description and its theoretical implications.* Munich: Lincom Europa.

2008. Bengali determiner phrase revisited: a response to Dasgupta and Ghosh. In Rajendra Singh (ed), *Annual Review of South Asian Language and Linguistics* 2008, 295-305, Berlin: Mouton de Gruyter.

Bhattacharya, Tanmoy. 1999a. Specificity in Bangla DP. *The Yearbook of South Asian Languages and Linguistics* 1999: 71-99.

1999b. The structure of the Bangla DP. Doctoral dissertation, University College, London.

Campbell, Richard. 1996 Specificity operators in spec DP. *Studia Linguistica* 50(2):161-188.

Chomsky, Noam. 1995 *The Minimalist Program*. Cambridge: The MIT press.

Dasgupta, Probal. 1983. The Bangla Classifier /Ta/, its penumbra and definiteness. *Indian Linguistics* 44:11-26.

Dasgupta, Probal, Alan Ford, and Rajendra Singh. 2000 *After Etymology: Towards a Substantive Linguistics*. Muenchen: Lincom Europa.

Dasgupta, Probal, Alan Ford & Rajendra Singh. 2000. *After etymology, towards a substantivist linguistics*. Muenchen: Lincom Europa.

Dasgupta, Probal, and Rajat Ghosh. 2007. The Nominal Left Periphery in Bangla and Asamiya. *Annual Review of South Asian Language and Linguistics* 2007:1-27.

Dayal, Veneeta 1991. The syntax and semantics of correlatives. *Natural Language and Linguistic theory* 9: 637-686.

1996. *Locality in Wh-Quantification: Questions and Relative clauses in Hindi*.Dordrecht: Kluwer.

Enç, Mürvet. 1991. The semantics of specificity. *Linguistic Inquiry* 22:1-25.

Fergusson, Charles A. 1964. The basic grammatical categories of Bengali. In Horace G. Lunt (ed.) *Proceedings of the ninth international congress of linguistics*, 881-890. The Hague: Mouton and co.

Ford, Alan, Rajendra Singh and Gita Martohardjono. 1997. *Pace Panini, towards a word-based theory of morphology. New York:* Peter Lang.

Ghosh, Rajat. 2002. Some aspects of determiner phrase in Bangla and Asamiya. Doctoral dissertation, Tezpur University, Assam, India.

Singh, Rajendra (2001) Morphological diversity and morphological borrowing in South Asia, *The Yearbook of South Asian Languages and Linguistics 2001*: 249-368.